বাংলাকে ভাতে মারার চেষ্টা : তৃণমূল

সুমন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা: কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে ভাতে মারার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ তুলল তৃণমূল। ১০০ দিনের প্রকল্প কেন্দ্রীয় বরাদ্দ না দেওয়ার যে অভিযোগ এতদিন তৃণমূল করে আসছিল তা মেনে নিয়েছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার। সোমবার রাজ্যসভায় তৃণমূল সাংসদ জহর সরকারের প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি তালিকা দিয়ে জানান, চলতি অর্থবর্ষে ২৮ জুলাই পর্যন্ত ১০০ দিনের কাজে রাজ্যকে একটি টাকাও দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার।

মঙ্গলবার রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, চলতি বছরে ১০০ দিনের কাজে ৭,১৩০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়ার কথা। এর মধ্যে ২,৮০০ কোটি টাকা শুধু মজুরি বাবদ পাওনা রয়েছে। তিনি বলেন, 'মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট অ্যাক্টে বলা আছে ১৫ দিনের মধ্যে মানুষকে কাজের টাকা দিতে হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার গরিব মানুষকে কাজ করিয়ে টাকা দিচ্ছে না। জানুয়ারি থেকে টাকা দেয়নি কেন্দ্র। বাংলাকে ভাতে মারার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকার।' রাজ্য সরকার ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে ১.১১ কোটি মানুষকে কাজ দিয়েছে। শ্রমদিবস তৈরির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ দেশে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ২০২১-২২ আর্থিক বছরে ৩৬.৪ কোটি শ্রমদিবস তৈরি করেছে রাজ্য সরকার। চন্দ্রিমার দাবি, ২০২০-২১ আর্থিক বছরে এই খাতে ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ কমিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে তা ৫০৭ কোটি কমিয়ে দিয়েছে। ১০০ দিনের কাজে বাংলার মোট প্রাপ্য ১৮ হাজার কোটি টাকা অবিলম্বে দেওয়ার জন্য দাবি জানিয়েছেন তিনি।

তৃণমূলের রাজ্যসভার সংসদের সুখেন্দুশেখর রায় বলেন, 'বিজেপির লোকরা ষড়যন্ত্র করে বাংলার গরিব মানুষকে ভাতে মারার চক্রান্ত করছে। বিজেপি শাসিত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভুরি ভুরি টাকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারই এটা জানিয়েছে। অথচ বাংলা একটি পয়সাও পায়নি। বাংলা কি ভারতের বাইরে? বাংলাকে কি অর্থনৈতিকভাবে অবরুদ্ধ করা হচ্ছে। এর পেছনে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি রয়েছে।' তিনি জানান, শুধু ১০০ দিনের কাজই নয়, প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় আগামী ৫ বছরে ৫০ লাখ বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে ১১.৭৮ লাখ বাড়ি তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তাও মঞ্জুর করেনি কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনায় আগামী ৫ বছরে ৬,২৮৭ কিলোমিটার রাস্তা তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। চলতি বছরে ২৬৫ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হবে। তার বরাদ্দ দেয়নি কেন্দ্র। এই ২টি প্রকল্পই কেন্দ্রীয় সরকার ৬০% ও রাজ্য সরকার ৪০% টাকা দেয়। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম বদল করা হচ্ছে বলে অভিযোগ বিজেপির। পালটা সুখেন্দুশেখর বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের ২৩টি প্রকল্পের মধ্যে ১৯টি প্রকল্পের নাম বদলেছে মোদী সরকার। তারা আবার নাম বদল নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। ১০০ দিনের কাজের তো নাম বদল করা হয়নি। তাহলে কেন টাকা দেওয়া হচ্ছে না?'

মহাবীর দানোয়ার জুয়েলার্সের মুকুটে নতুন পালক

■ মহাবীর দানোয়ার জুয়েলার্সের মুকুটে আরো একটি পালক জুড়ে গেল। সম্প্রতি মহাবীর দানোয়ার জুয়েলার্স আরো একবার 'রিটেল জুয়েলারি অ্যাওয়ার্ড' সম্মানে ভূষিত হল। মুম্বইয়ের গ্র্যান্ড হায়াত হোটেলে এই পুরস্কার নিলেন অরবিন্দ সোনি ও অমিত সোনি। সঙ্গে ছিলেন তাঁদের বাবা বিনোদ সোনি ও বিশিষ্ট বলিউড অভিনেত্রী জোয়া আফরোজ

গুরুতর অসুস্থ মানব মুখার্জি হাসপাতালে

সুখবর ব্যুরো, কলকাতা: গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভরতি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানব মুখোপাধ্যায়। সোমবার তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। তাঁকে ভেন্টিলেশন সাপোর্টে রাখা হয়েছে। সিপিআই(এম) নেতা রবীন দেব জানান, 'মানবের শরীর এতটাই খারাপ যে মস্তিষ্কে জরুরি অস্ত্রোপচারের দরকার থাকলেও সেই ধকল নিতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।' বামফ্রন্ট সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি ও পর্যটন মন্ত্রী ছিলেন মানব মুখোপাধ্যায়। বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ তিনি। সেই অসুস্থতার কারণে দলের কাজও করতে পারছিলেন না মানব। সোমবার তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে রাতে বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে ভরতি করা হয়।

নয়ডার মহিলাকে হেনস্তা করায় গ্রেফতার সেই বিজেপি নেতা

সুখবর ব্যুরো, নয়াদিল্লি: বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর নয়ডার মহিলাকে হেনস্তাকারী বিজেপি নেতাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। মহিলার সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ। শাস্তিস্বরূপ এরমধ্যেই অভিযুক্ত বিজেপি নেতার বাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়েছে যোগী আদিত্যনাথের প্রশাসন। মঙ্গলবার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। মেরঠের সঙ্গীর বাড়ি থেকে অভিযুক্ত নেতা শ্রীকান্ত ত্যাগীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেটার নয়ডা আদালতে আত্মসমপর্ণের আবেদন করেছিলেন শ্রীকান্ত। অন্যদিকে, বিজেপি নেতার খবর দিলেই ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল প্রশাসন। স্ত্রী ও নিজের আইনজীবীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছিলেন তিনি। সময় সুযোগমতো হৃষীকেশ, হরিদ্বার হয়ে সাহারানপুরে পালানোর ছক ছিল তাঁর। কিন্তু সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই মেরঠের শ্রদ্ধাপুরি অঞ্চল থেকে গ্রেফতার করা হল তাঁকে।

সোশাল মিডিয়ায় নিজেকে বিজেপিকর্মী হিসেবে দাবি করেন শ্রীকান্ত ত্যাগী নামের এই ব্যক্তি। তিনি নয়ডার গ্র্যান্ড ওমেক্সা সোসাইটির বাসিন্দা। সেই আবাসনের ভেতরে একটি পার্কের কিছু অংশ দখল করে নেন শ্রীকান্ত। এই মর্মে নোটিশ দেওয়া হলেও তা তিনি অগ্রাহ্য করেছেন বলেই অভিযোগ এসেছে। এরপর সেই দখল নেওয়া জায়গায় গাছ লাগানোর জন্য উদ্যোগ নেন। তাতেই বাঁধা দিতে এগিয়ে আসেন এক স্থানীয় মহিলা। মহিলা স্বাভাবিকভাবে কথা বলা শুরু করলেও হঠাৎ রেগে যান শ্রীকান্ত। অভিযোগ, তখনই তাঁর সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার শুরু করে শ্রীকান্ত। মহিলার চরিত্র নিয়ে কুমন্তব্য করার পাশাপাশি তাঁকে শারীরিক নিগ্রহও করতে শুরু করেন তিনি। সেই অপরাধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪ ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ। এবার তাঁর সেই দখল করা সম্পত্তি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। যোগীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, সম্পূর্ণ ঘটনার তদন্ত করা হবে। আইন ভাঙার ঘটনা ঘটলে কড়া পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। শ্রীকান্তর বিরুদ্ধে গ্যাংস্টার অ্যাক্ট রুজু করেছে নয়ডা পুলিশ। এখন তাঁর সব বেআইনি সম্পত্তির খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। এবার তাঁকে হেফাজতে নিয়েই সম্পত্তির খোঁজে তল্লাশি চালাতে চায় পুলিশ।

বাস-অটো মুখোমুখি ধাক্কা, মৃত ৯

⬅ ১ পাতার পর

অটো নিয়ে মল্লারপুরের কাছে গৌরবাজার যায় মহিলাদের নিয়ে। সেখানে চাষের কাজ করে মহিলারা। বিকেলে কাজ শেষ হলে তাদের অটোতে ছড়িয়ে বাড়ি ফেরে।

এদিন ভোর ৪ টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। বিকেলে কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিল। ফেরার সময় দুর্ঘটনার কবলে পরে। আমি এলাকার একটি রাইস মিলে কাজ করি। খবর পেয়ে ছুটে এসে দেখি ছেলের মৃতদেহ। ছেলেকে প্রথমে চিনতে পারিনি। পোশাক দেখে ছেলেকে চিনতে হয়েছে'। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায় বলেন, 'বাসটি মিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে। আমরা ঘটনার তদন্ত করছি।' মৃতদের রামপুরহাট জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বিহারের সঙ্কট নিয়ে মোদী-শাহকে কটাক্ষ করে ট্যুইট ডেরেকের

সুখবর ব্যুরো, নয়াদিল্লি: বিহার সরকারের সঙ্কটের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কটাক্ষ করল তৃণমূল। মঙ্গলবার বিহারের এনডিএ সরকার পতনের খবর চাউর হতেই ট্যুইট করেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। সঙ্গে নিজের চারদিন আগে করা ট্যুইটটিও তুলে ধরেন তিনি। ডেরেক লেখেন, 'বিহারের রাজনৈতিক সঙ্কটের আরেকটি বড়ো কারণ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহ পালিয়ে গেছেন। তাঁরা ৪ দিন আগেই সংসদের বাদল অধিবেশন শেষ করে দিয়েছেন।' প্রসঙ্গত, সংসদের বাদল অধিবেশন ১২ আগস্ট শেষ হওয়ার কথা থাকলেও, তা ৮ আগস্ট শেষ করে দেওয়া হয়। নিজের যে ট্যুইটটি ডেরেক মঙ্গলবারের ট্যুইটের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন, তাতে ৮ তারিখে সংসদের বাদল অধিবেশন শেষ করে দেওয়ার উল্লেখ করে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর সরকার পালিয়ে যাচ্ছে বলে তোপ দেগেছিলেন। জাতীয় রাজনৈতিক তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, মহারাষ্ট্র সরকার ভেঙে দেওয়ার পর বিজেপি নেতারা দাবি করেছিলেন, ঝাড়খণ্ড হয়ে সরকার ভাঙনের হাওয়া ঢুকবে বাংলায়। সেই সময় তৃণমূল নেতৃত্ব পালটা জবাব দিলেও, কোথাও বিজেপি সরকারের পতনের অপেক্ষায় ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। মঙ্গলবার বিহারের এনডিএ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার মুখ্যমন্ত্রী পদে পদত্যাগ করার পরেই কটাক্ষ করে গেরুয়া শিবিরের প্রতি 'পলায়ন'এর অভিযোগ এনে ট্যুইট করেন ডেরেক। এমন কটাক্ষের জবাবে বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, '২০২২ সালটা কাটতে দিন। দেখবেন, কে কখন কোথায় পালিয়ে গেল। কে জোট ছাড়ল বা কে কী করল, তাতে বিজেপির অগ্রগতি রোখা যাবে না। ২০২৪ সালের ১৫ আগস্ট নরেন্দ্র মোদীই লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা তুলবেন।'

কাল মেট্রো

⬅ ১ পাতার পর

৭৫ জন আধিকারিক ও কর্মী এই দৌড়ে অংশ নেন। পার্ক স্ট্রিটে মেট্রো ভবন থেকে শুরু হয়ে ২ কিলোমিটার রাস্তা পরিক্রমা করে দৌড় শেষ হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতির বার্তা দিতেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল বলে জানিয়েছে মেট্রো রেল।

নব বারাকপুরে শহর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভা

অলক আচার্য, নব বারাকপুর : ২৮ আগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ধর্মতলায় গান্ধীমূর্তির পাদদেশে সমাবেশ রয়েছে। সেই সমাবেশ সফল করতে নব বারাকপুর শহর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে সোমবার সন্ধ্যায় কস্তুরি ভবনে এক প্রস্তুতি সভা হয়। শহর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তথা কাউন্সিলর মনোজ সরকার, পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, শহর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মীরা। পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন, ওই ছাত্র সমাবেশকে সফল করতে নব বারাকপুর শহরে আগস্ট মাস ধরে নানা কর্মসূচি পালন করা হবে।

উপরাষ্ট্রপতি ভোট দানে বিরত থাকায় শিব সেনার নিশানায় তৃণমূল কংগ্রেস

মুম্বই: উপরাষ্ট্রপতি পদে ভোটদানে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে তৃণমূলের কড়া সমালোচনা করল শিব সেনার মুখপত্র সামনা। ইডি-সিবিআইয়ের ভয়েই তৃণমূল উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধী জোটের প্রার্থীকে সমর্থনে পিছিয়ে গেল কি না, তা নিয়ে ঘুরিয়ে প্রশ্ন তুলে সামনা'র সম্পাদকীয়তে অভিযোগ করা হয়েছে, তুচ্ছ কারণ দেখিয়ে তৃণমূল উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটদানে বিরত থেকেছে।

ইডি শিব সেনা নেতা সঞ্জয় রাউতকে গ্রেফতারের পরে উদ্ধব ঠাকরেই এখন মুখপত্রের সম্পাদক। রাজনৈতিক শিবির তাই মনে করছে, সামনা'র মুখপত্রের সম্পাদকীয় আসলে উদ্ধব ঠাকরেরই বক্তব্য। মহারাষ্ট্রে বিজেপি ইডি-সিবিআইকে কাজে লাগিয়েই শিব সেনা ভেঙে তাঁর সরকার ফেলে দিয়েছে বলে উদ্ধবের অভিযোগ। সামনা'র সম্পাদকীয়তে কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের তুলনা টেনে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের মতো কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও ইডি-সিবিআই সক্রিয়। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব রাস্তায় নেমে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জগদীপ ধনখড়ের জয়ের পরেই বিরোধী জোটের প্রার্থী মার্গারেট আলভা বলেছিলেন, 'তৃণমূল ভোটদানে বিরত থেকে আসলে বিজেপিরই হাত শক্ত করেছে। বিরোধী ঐক্যের বিরুদ্ধে কাজ করেছে।' কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশও তৃণমূলের সিদ্ধান্তকে 'ভুল' বলে বর্ণনা করেন। কংগ্রেসের অভিযোগ, উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী বাছাই নিয়ে সনিয়া গান্ধী, শরদ পওয়ার তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। অথচ তারপরেও তৃণমূল বিরোধী বৈঠকে যোগ না দিয়ে, তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়নি বলে ভোটদানে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। মঙ্গলবার সামনা'র সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, 'এটা খুবই গুরুতর বিষয় যে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তৃণমূলের সাংসদরা ভোট দেননি। তা-ও খুব তুচ্ছ বিষয়কে অজুহাত করে। ইডি-সিবিআইয়ের কার্যকলাপ পশ্চিমবঙ্গে বাড়ছে। রাহুল ও সনিয়া গান্ধীকেও ইডি নিশানা করছে। তা সত্ত্বেও তাঁরা রাস্তায় নেমে মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্বের বিরুদ্ধে লড়ছেন।' শিবসেনার মতে, এখন নিজেদের মতভেদ ভুলে বিরোধী দলগুলিকে এককাট্টা হতে হবে। বিরোধীদের বিভাজনই বিজেপির শক্তি। তাৎপর্যপূর্ণ হল, সঞ্জয় রাউতের বিরুদ্ধে ইডির পদক্ষেপের নিন্দা করে তৃণমূল একে বিজেপির প্রতিহিংসার রাজনীতি বলেছিল। তার পরেও শিবসেনার তোপের জবাবে তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'শিবসেনার মুখপত্রে কী বলল, আমাদের কিছু যায় আসে না। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময়ে তৃণমূলনেত্রীই বিরোধী ঐক্য গড়ে তুলতে সব রকম চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কোনোভাবেই তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করা হয়নি। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী নিয়ে ন্যূনতম আলোচনা পর্যন্ত করা হয়নি। —**পিটিআই**

অনুব্রতকে আজ ফের তলব

⬅ ১ পাতার পর

এসএসকেএমে চিকিৎসার জন্য যাবেন বলে তিনি জানিয়েছিলেন যে হাজিরা দিতে পারবেন না। আরেকটু সময় দেওয়া হোক। সোমবার এসএসকএমে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর যখন চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন, অনুব্রত মণ্ডলকে ভরতি করার কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁর যা যা সমস্যা, তা নিয়মিত ওষুধেই কমবে। সেসময় মনে করা হয়েছিল, এবার হয়ত হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে তিনি সিবিআই দফতরে যেতেও পারেন। কিন্তু তা হয়নি। তিনি এসএসকেএম থেকে বেরিয়ে প্রথমে চিনার পার্কের বাড়িতে যান। তারপর সেখান থেকে রওনা দেন বোলপুরে। অনুব্রতর এই পদক্ষেপের পর ওয়াকিবহাল মহল মনে করছিল, এবার বড়ো চাপের মুখে পড়তে পারেন অনুব্রত মণ্ডল। কোন পথে সিবিআই এবার তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে, তা নিয়েও জল্পনা চলছিল। এরই মাঝে ফের সিবিআই নোটিশ পেলেন অনুব্রত। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, তাঁকে ফের হাজিরার জন্য নোটিশ দিতে সোমবার সন্ধেয় চিনার পার্কের বাড়িতে গিয়েছিলেন সিবিআই কর্তারা। কিন্তু তিনি বাড়ি না থাকায় নোটিশ না দিয়েই ফেরেন। ততক্ষণে অনুব্রত কলকাতা ছেড়ে বোলপুরের পথে পা বাড়িয়েছেন। তাই রাতেই তাঁকে ইমেলের মাধ্যমে নোটিশটি পাঠানো হয়। মঙ্গলবার সকালে তাঁর বোলপুরের বাড়িতেও নোটিশ পৌঁছে দেয় সিবিআই। তবে দশমবারের তলবেও অনুব্রত নিজাম প্যালেসে হাজিরা দেবেন কি না, জানা নেই। আসলে গোরুপাচার মামলায় সোমবার যে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করা হয়েছিল, তাতে নাম ছিল অনুব্রতর ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী সায়গল হোসেনের। আপাতত সায়গল সিবিআই হেফাজতে। সরাসরি এই যোগসূত্রের কারণেই অনুব্রত মণ্ডলকে জেরা করা প্রয়োজনীয় বলে মনে করছে সিবিআই। সায়গলের সম্পত্তির দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। এদিকে, কয়লাকাণ্ডে তদন্ত আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে এবার ঝাড়খণ্ডে তল্লাশি অভিযানে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সূত্রের খবর, আসানসোলের সিবিআই দফতর থেকে ৪টি টিম আলাদাভাবে রওনা হবে।

পটনায় পালাবদল

⬅ ১ পাতার পর

দিচ্ছেন। এদিন বেলা থেকেই আরজেডি দফতরে সেলিব্রেশন শুরু হয়ে যায়। আরজেডি প্রতিষ্ঠাতা লালুপ্রসাদ যাদবের মেয়ে মিসা ভারতী আরজেডি সমর্থকদের সেলিব্রেশনের ভিডিও ট্যুইট করেন। সেই সঙ্গে আরো একটি ইঙ্গিতপূর্ণ ট্যুইট করেছেন লালুর আরেক মেয়ে রোহিণী। তাঁর বক্তব্য, 'লালু ছাড়া বিহার চলবে, এটা হতেই পারে না।' অন্যদিকে, রামবিলাস পাসোয়ানের ছেলে তথা লোক জনশক্তি পার্টির প্রাক্তন চেয়ারম্যান চিরাগ পাসোয়ান নীতীশকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, ক্ষমতা থাকলে রাষ্ট্রপতি সাসন চেয়ে অন্তর্বর্তী নির্বাচন করে এককভাবে জনসাধারণের নতুন সমর্থন নিয়ে আসুন। উল্লেখ্য, নীতীশের সঙ্গে বিরোধের কারণেই এনডিএ ছেড়ে এসেছিলেন চিরাগ। নীতীশশকে সমালোচনা করে বিজেপিও। সরকার গঠনের জন্য সমীকরণও ঠিক করে ফেলেছেন বিরোধীরা। যাতে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থাকবে নীতীশের হাতে। উপমুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থাকতে পারে আরজেডির হাতে। কংগ্রেসের হাতে থাকতে পারে বিধানসভার অধ্যক্ষ পদ। ২০২০ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-জেডিইউ জোট বড়ো সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। ২৪৩ আসনের বিহার বিধানসভায় শাসক শিবির জেতে ১২৭টি আসন। এর মধ্যে বিজেপি জিতেছিল ৭৭ আসন। নীতীশ কুমারের জনতা দল ইউনাইটেড জিতেছিল মাত্র ৪৫ আসন। হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চা ও বিকাশশীল ইনসান পার্টি মোট ৮টি আসন জেতে। পরে অবশ্য বিকাশশীল পার্টির ৩ বিধায়ক বিজেপিতে যোগ দেন। অন্যদিকে, বিরোধীদের মধ্যে আরজেডি ৭৫টি আসন জেতে। কংগ্রেস জেতে ১৯টি আসনে। বাম দলগুলির দখলে যায় ১৬টি আসন। পরে আসাদউদ্দিন ওয়েইসির দলের ৪ বিধায়ক আরজেডিতে যোগ দেন। ফলে বিধানসভায় আরজেডির আসন সংখ্যা বেড়ে হয় ৭৯। এবার নতুন সমীকরণে আরজেডির ৭৯ আর জেডিইউর ৪৫ মিলিয়ে ১২৪ বিধায়ক হয়। যা বিহার বিধানসভার ম্যাজিক ফিগার থেকে ২টি বেশি। তার সঙ্গে কংগ্রেসের ১৯ ও বামদের ১৬টি আসন যোগ হলে মোট আসন গিয়ে দাঁড়ায় ১৫৯-তে। জিতেন রাম মাঝির হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চা বেশ কিছুদিন ধরেই বিজেপির বিরোধিতা করে আসছে। নীতীশ বিজেপির সঙ্গ ছাড়ার অর্থ হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চাও নীতীশের পিছু পিছু আরজেডির সঙ্গে হাত মেলাবে। সেক্ষেত্রে বিহারের নতুন সরকার আরো শক্তিশালী হবে। —**পিটিআই**

২০০ বছরের

⬅ ১ পাতার পর

মিউজিয়াম। রাজ্যের পোস্ট অফিসের কাজের গোটা ইতিহাস ধরার চেষ্টা হয়েছে এই সংরক্ষণশালায়। ভাসমান এই পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার ফারুক আহমদ বলেন, মহারাজা বা ব্রিটিশ শাসনের আগে তৈরি হয় এই পোস্ট অফিস। বয়স ২০০ বছরের বেশি। উপত্যকায় যখন পর্যটকদের ঢল নামে তখন আমাদের কথা বলার সময় থাকে না। হাজার হাজার মানুষ এসে এখানে ছবি তোলেন। চিঠি পোস্ট করেন। অনেকে এখান থেকে বিশেষ ধরনের পোস্টকার্ড, টিকিট কেনেন। চিঠি পৌঁছে দেওয়ার জন্য ডাক-পিয়ন এখানে শিকারার ব্যবহার করেন। ইন্টারনেট আসার পর পোস্টাল সিস্টেম বড়ো ধাক্কা খেয়েছে। কাগজে পেন দিয়ে লেখার ব্যাপারে এখন অনীহা মানুষের। তার বদলে খুব সহজেই একটি মেসেজ করে কাজ সেরে ফেলছে। এর পাশাপাশি রয়েছে সোশাল মিডিয়া। সেখান থেকেও পরিচিতদের সম্পর্কে বহু খবরাখবর পেয়ে যাচ্ছেন অনেকে। তার পরেও টিকে রয়েছে এই ভাসমান পোস্ট অফিস। —**পিটিআই**

নাম ও পদবি পরিবর্তন

I, Uttam Hazra, S/o Ranjit Hazra residing at Vill. Lohagar, P.O. Binuria, P.S. Santiniketan, Dist. Birbhum, declared vide affidavit dt. 05.08.2022 in the court of Ld. J.M. 1st Class at Bolpur that in my driving Licence No. WB2319990028040, my name wrongly recorded as Uttam Chakraborty, S/o R. Chakraborty. Hence, Uttam Hazra, S/o Ranjit Hazra at the above address and Uttam Chakraborty, S/o R. Chakraborty of Anges Nagar Colony, P.O. Panihati, P.S. Khardah, N 24 Pgs is same and one identical person.

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

টেন্ডার নোটিশ নং. পিসিএমএম/সিএলডব্লু/ডানকুনি/ই-প্রোকিওরমেন্ট/২২-২৩/৭৭ তারিখ: ৬.৮.২০২২। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং অনুকূলে পিসিএমএম/সিএলডব্লু/ডানকুনি নিম্নলিখিত দক্ষ সরবরাহের জন্য প্রতিষ্ঠিত নির্ভরযোগ্য প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত সামগ্রী সরবরাহের জন্য বৈদ্যুতিন দরপ্রস্তাব আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার/গুলি ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহের উদ্দেশ্যে ডাকা হয়েছে। সম্ভাব্য/ইচ্ছুক সরবরাহকারীদের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে; নিম্নলিখিতগুলি ই-টেন্ডার; শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন দরপ্রস্তাব গ্রাহ্য হবে। বিস্তারিত নির্দেশাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট দেখুন। ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; স্পেসিফিকেশন বিবরণ; পরিমাণ; নির্ধারিত তারিখ; টেন্ডার মূল্য নিম্নরূপ: [৩৬৭]; ৩৪২২২৯৩২এ; সিএলডব্লু স্পেসিফিকেশন নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০২৫১ (আরইডি-১, ডিসেম্বর '২০০৬) অথবা নবীনতম অনুযায়ী প্রাগ সহ হাই ভোল্টেজ কেবল; টেন্ডার নথি অনুযায়ী; ২৯.৮.২০২২; ০.০০। [৩৬৮]; ৩০২২১০১২; আনস্ক্রোকড কুইক লাইম গ্রেড সি, আইএস: ৭১২/১৯৮৪; টেন্ডার নথি অনুযায়ী; ৩১.৮.২০২২; ০.০০। [৩৬৯]; ২৩২২৫১২৬; ড্রইং নং. ৪ডি/এসএফই/২৩৩ অপ্ট-১ এইচএসএন কোড:- ৮৫৪৪ অনুযায়ী জিএডিআই ফার্নেসের জন্য ওয়াটার কুলড পাওয়ার কেবল। নির্মাতা:- এমএএনএনএ, জিএডিআই, মেগাথার্ম; টেন্ডার নথি অনুযায়ী; ৮.৯.২০২২; ০.০০।

PR1-193 পিসিএমএম/সিএলডব্লু/ডানকুনি

Like us on: www.facebook.com/clwrailways

হিমাদ্রি ক্রেডিট অ্যান্ড ফিনান্স লিমিটেড

(CIN NO : L65921WB1994PLC062875)
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৩এ, নেতাজী সুভাষ রোড, অষ্টম তল, কলকাতা - ৭০০০০১
ই-মেল : hcfl@himadri.com, ওয়েবসাইট : www.himadricredit.in, ফোন : ০৩৩ ২২৩০ ৪৩৬৩ / ৯৯৫৩

৩০ জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত বছর
		৩০.০৬.২০২২	৩১.০৩.২০২২	৩০.০৬.২০২১	৩১.০৩.২০২২
		(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১.	মোট আয়	৫২.৭২	৫৪.৭১	৫৫.৩৪	২২৪.১৪
২.	এই পর্বের প্রকৃত লাভ / (ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতিরিক্ত দফার পর)	৪৪.৮৪	৪০.৮৭	৩৯.২৮	১৬৫.৬৭
৩.	করের পর এই পর্বের প্রকৃত লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতিরিক্ত দফার আগে)	৪১.৩০	৩০.৫৮	৩৭.৮৩	১৩২.৪৩
৪.	করের পর এই পর্বের প্রকৃত লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতিরিক্ত দফার পর)	৪১.৩০	৩০.৫৮	৩৭.৮৩	১৩২.৪৩
৫.	এই পর্বের / বছরের মোট বিস্তৃত আয় (করের পর প্রকৃত লাভ ও অন্যান্য বিস্তৃত আয় ধরে)	(১৩০.২২)	৪৬৭.১৫	২৭৩.৭৭	৬২৫.৭০
৬.	আদায়প্রদত্ত ইক্যুটি শেয়ার মূলধন	৩০০.০২	৩০০.০২	৩০০.০২	৩০০.০২
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি				৪৮৭৯.৮৮
৮.	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (ব্যতিক্রমী দফার আগে ও পরে) (প্রত্যেকটি ১০ টাকা করে) (বার্ষিকভাবে নয়) মূল ও লঘুকৃত (টাক